বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রবন্ধ রচনা

ভূমিকা

মানবসভ্যতা যত আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তত পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে পরিবেশ দূষণের অভিশাপ। যান্ত্রিক আধুনিকতায় দীক্ষিত হওয়ার প্রয়াসে মানুষ ধ্বংস করেছে বনভূমি, দূষিত করেছে নদী ও জলপথ এবং কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়েছে আকাশকে। কিন্তু এর ফলাফল একদিকে যেমন মানবজীবনের সুযোগসুবিধাকে বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে তেমনিই পৃথিবীকে ঘোর সংকটের সম্মুখীন করে তুলেছে। এই সংকট হল বিশ্ব উষ্মায়ন অথবা পৃথিবীর সামগ্রিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং কী ?

বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming) বলতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধিকে বোঝায়, যে কাজে গ্রিনহাউস গ্যাস হিসাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড, CFC বা ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, মিথেন প্রভৃতি গ্যাসের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ অনেক, যেমন–

(১) জীবাশ্ম জ্বালানির দহন

(২) জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার

(৩) পচা জৈব আবর্জনা, গবাদি পশুর মলমূত্র, ধান খেত থেকে নিঃসৃত গ্যাস ফলে মিথেন বৃদ্ধি।

(৪) রং শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প, রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়া ফলে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন বৃদ্ধি।

(৫) নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যবহার, বনহনন ফলে নাইট্রাস অক্সাইড বৃদ্ধি।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব

(১) পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ আরও বেশি করে গলবে।
(২) বরফ–গলা জল সমুদ্রজলে যুক্ত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে।

(৩) পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রের জল ফুলে উঠবে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে।

(৪) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে উপকূলের নীচু এলাকা জলমগ্ন হবে। ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মায়ানমার, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশের উপকূলভাগের বিরাট এলাকা জলপ্লাবিত হবে।

BANGLAESSAY.COM

(৫) উপকূলের নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার ফলে ওই এলাকার কৃষিজমি, জনবসতি, বন্দর প্রভৃতির ক্ষতি হবে।

(৬) উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দাবানলের ঘটনা বাড়বে। বনভূমি নষ্ট হবে।

(৭) তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ধ্বংস হবে। অনেক বিরল প্রজাতির গাছ নিশ্চিহ্ন হবে। উপকূলবর্তী এলাকায় বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

(৮) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হ্রদ, নদী, প্রস্রবণে সুপেয় জলের জোগান কমে যাবে।

(৯) তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সালোকসংশ্লেষের হার বাড়বে। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, গম, তুলো, পাট, সয়াবিন, ওট, বার্লি, তামাক-এর উৎপাদন হ্রাস পাবে।

(১০) তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে হৃদরোগ, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ভাইরাল এনকেফেলাইটিস, পীতজ্বর, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিশ্বব্যাপী প্রকোপ বাড়বে।

(১১) বাস্তুতন্ত্র ও সমগ্র জীবজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর উপায়

গ্রিনহাউস প্রভাব ও বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা রাতারাতি কমানোর কোনো উপায় নেই। এ কাজের জন্য প্রতিটি দেশের প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও মানুষকে যৌথভাবে চেষ্টা করতে হবে। যেমন—

(১) কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অতিরিক্ত জোগান কমবে।

(২) অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তি, যেমন— সৌরশক্তি, বাতশক্তি, জোয়ারভাটার শক্তি, ভূতাপীয় শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

(৩) ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের উৎপাদন ও ব্যবহার যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা দরকার।

(৪) চোরাই কাঠ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং বনভূমিকে রক্ষা করার জন্য কাঠের পরিবর্ত দ্রব্য) substitute)-গুলিকে জনপ্রিয় করা প্রয়োজন।

(৫) নতুন করে গাছ লাগিয়ে বনসৃজন করতে হবে। কারণ গাছপালা অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

(৬) ডিজেল, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানির অপচয় ও ব্যবহার কমানোর জন্য মোটর গাড়ি, ট্রাক, রেলগাড়ি প্রভৃতি যানবাহনের ইঞ্জিনের ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

(৭) বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের জোগান কমানোর উদ্দেশ্য গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

(৮) জনগণকে গ্রিনহাউস প্রভাব ও উষ্ণায়নের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে।

BANGLAESSAY.COM

উপংসহার

বিশ্বায়নের পর বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে তেল ও অস্ত্রের যে গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেক্ষেত্রে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি নতুন মোড় নিয়েছে। উন্নয়নের নামে সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে পরিবেশ। এই বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তি পেতে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, নইলে পৃথিবীর বিপন্নতার জন্য আমরাই দায়ী থাকব।

BANGLAESSAY.COM